যুগান্তর

তারিখ ২১ DEC 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

এসএসসি-এইচএসসি

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ

মুসতাক আহমদ

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে পরীক্ষকদের প্রশ্নের নমুনা উত্তর দেয়া হবে। প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দেয়ার কাঠামোও পুনর্বিন্যস্ত করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী প্রশ্নের আলাদা উত্তরের জন্য আলাদা নম্বর দিতে হবে। দেয়া হবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের চেকলিস্ট এবং খাতা দেখার ম্যানুয়াল। এছাড়া হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ তো থাকছেই। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থা উন্নত করতে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি। আপাতত নম্বর দেয়ার বৈষম্য নিরসনে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হবে। এটা এবারের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা থেকেই বাস্তবায়িত হবে। পরবর্তীতে সব শিক্ষার্থীকে সমমানে মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশ্বব্যাপী এটা 'স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন' পদ্ধতি নামে পরিচিত। এবারের এসএসসি পরীক্ষা শেষে কিছু উত্তরপত্র আলাদা করে তাতে পরীক্ষামূলকভাবে 'স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। তবে এই পদ্ধতিতে প্রণীত ফল শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে না। এটা পদ্ধতি উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে পরীক্ষার্থীদের আপত্তি ও অসন্তোষ পুরনো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ ব্যাপারে আপত্তি বাড়ছেই। গত কয়েকটি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দিন দিন ফল চ্যালেঞ্জকারীর সংখ্যা বাড়ছে। এসব কারণেই শিক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে বৈষম্য ও ত্রুটি দূর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

খাতা দেখার ম্যানুয়াল ও চেকলিস্ট হচ্ছে, দেয়া হবে নমুনা উত্তর

সূত্র জানায়, পরীক্ষার খাতায় যৌক্তিক নম্বর নিশ্চিত করতে একটি ম্যানুয়াল তৈরির কাজ চলছে। এ লক্ষ্যে যশোরে ৫ দিনব্যাপী একটি কর্মশালা চলছে। কর্মশালায় প্রণীত ম্যানুয়াল খাতা মূল্যায়নের জন্য সারাদেশে পরীক্ষকদের দেয়া হবে। আগামী এসএসসি পরীক্ষা শেষে খাতা বিতরণের সময় প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের এটি দেয়া হবে। এর আগে সারা দেশের জন্য ২ হাজার প্রধান পরীক্ষক তৈরি করা হবে। তাদের বৈষম্যহীন নম্বর দেয়ার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য নম্বর দেয়ার চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হবে। এসব চ্যালেঞ্জ এবং কার্যকর নম্বর দেয়ার সূত্র সাধারণ পরীক্ষকদের জানানো হবে। এছাড়া পরীক্ষকদের জন্য যথাযথভাবে খাতা মূল্যায়নে একটি চেকলিস্ট তৈরি করা হবে।

সবচেয়ে বড় উদ্যোগ থাকছে নমুনা উত্তর ও উত্তরপত্র তৈরির ক্ষেত্রে। ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে নমুনা উত্তর ছাড়াই খাতা বিতরণ করা হয়েছিল। এ কারণে ওই বছর যশোর বোর্ডের ফল বিপর্যয় ঘটেছিল। এ অভিজ্ঞতা সামনে রেখে নমুনা উত্তর তৈরির দিকটি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এতে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কাঠামো পুনর্বিন্যস্ত থাকবে।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, বর্তমানে উত্তরপত্র মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আপত্তি আছে। গবেষণায় আমরাও নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে বড় রকমের বৈষম্য পেয়েছি। দেখা গেছে, কোনো উত্তরে শিক্ষার্থী হয়ত নম্বর পাওয়ার যোগ্য নয়, কিন্তু দেয়া হয়েছে। আবার যেখানে নম্বর বেশি পাওয়ার কথা, সেখানে কম দেয়া হয়েছে। এসব নিরসনের লক্ষ্যে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। ইতিমধ্যে রোববার যশোরে ম্যানুয়াল তৈরির লক্ষ্যে ৫ দিনব্যাপী আবাসিক কর্মশালা শুরু হয়েছে। এই ম্যানুয়ালসহ অন্যান্য উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা গেলে সব শিক্ষার্থীকে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত নম্বর দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে। নম্বর দেয়ায় বড় রকমের হেরফের আর ঘটবে না।

জানা গেছে, ম্যানুয়ালটি করা হবে বিষয়ভিত্তিক। অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর খাতা দেখার নির্দেশনা থাকবে এতে। পাশাপাশি কর্মশালায় শিখন ফল নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণের রোডম্যাপ তৈরি করা হবে।